দৈনিক ইত্তেফাক

... ২৯ 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা ভার্সিটির ৩৮ লাখ টাকা গচ্চা

সাহাবুল হক ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবীদের উদাসীনতার কারণে ২৪ বছর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসপ্রাপ্ত জিমন্যাশিয়ামটির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ৩৮ লাখ টাকা গচ্চা দিতে হবে। গতকাল সোমবারের মধ্যে সুপ্রীম কোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জরিমানা বাবদ এই টাকা সংশ্লিষ্ট নির্মাণ প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এর বিরুদ্ধে আপীল করায় আদালত ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বকেয়া সুদের টাকা পরিশোধের আদেশ স্থগিত করেছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ১৯৭৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জিমন্যাশিয়াম ও সুইমিংপুল নির্মাণ বাবদ ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এসোসিয়েটস ইঞ্জিনিয়ারস এন্ড ড্রিলারস নামের একটি নির্মাণ কোম্পানী টেন্ডার লাভ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সঙ্গে তাদের বনিবনা না হওয়ায় কয়েক দফা কাজ বন্ধ থাকে। একটি ছাত্র সংগঠনের চাঁদাবাজির কারণেও কাজ বিঘ্নিত হয়। এভাবে ঢিমেতালে ২/৩ বছর অতিক্রান্ত হয়। পরবর্তীকালে নির্মাণ কাজে নিম্নমানের কাঁচামাল ব্যবহার করায় জিমন্যাশিয়ামটির কয়েকটি পিলার ধসে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের মালিক আকবর হোসেনের নামে মামলা হয়। আরবিট্রেশন মামলায় বিশ্ববিদ্যালয় পরাজিত হলে আদালত ভগ্ন জিমন্যাশিয়ামটির জন্য ১৯৯৭ সালের নভেম্বরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে ১ কোটি ৩৬ লাখ ৩ শত ৯ টাকা ৪৭ পয়সা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। নির্দেশে বলা হয় যথাসময়ের মধ্যে ক্ষতিপূরণ না দিলে ১৬% হারে সুদ দিতে হবে। এই রায়ের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথমে হাইকোর্ট ও পরে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করলে উভয় আদালতে পরাজিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৯৯ সালের আগষ্ট মাসে ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ করে। অন্যদিকে ১৬% হারে বিলম্বজনিত সুদ বেড়ে দাঁড়ায় ৭৫ লাখ টাকায়।

গত বছর আদালত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোনালী ব্যাংকের একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ক্রোক করে এবং ২৮ জানুয়ারির (গতকাল) মধ্যে পাওনা পরিশোধের জন্য ব্যাংককে নির্দেশ দেয়। আদালতের এ নির্দেশের পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত রোববার সিন্ডিকেটের জরুরী সভা ডাকে এবং ঘটনা তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক রাশিদুল হাসানকে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আদালতে আপীল করলে আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সুদের টাকা পরিশোধ আদেশ স্থগিত রাখা হয়। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি বলেন, 'ঘটনাটি ১৯৯৭ সালের। বর্তমান প্রশাসনের কোন কিছুই করার নেই। তবে যে আইনজীবীর অবহেলার জন্য এই ক্ষতি হয়েছে ভবিষ্যতে তাদের আর কোন কাজ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিন্ডিকেট'।